এজেন্ট ও বিরোধী দলের প্রার্থী ছাড়াই ভোট হল ময়ূরেশ্বরে

সন্ত্রাস অব্যাহত, অভিযোগ বিরোধীদের

সিউড়ি ও রামপুরহাট, ১৬ মে ঃ বিরোধী দলের প্রার্থী ও এজেন্ট ছাড়াই পুনর্নির্বাচন হল বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের দুটি বুথে। দুটি গ্রামেই ছিল আতঙ্কের পরিবেশ। বিরোধী দলের কর্মী–সমর্থকরা বুথমুখো হননি। ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকে দুটি বুথে ভোট হলেও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছিল যথেষ্ট।

জানা গিয়েছে, ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর আসনের ৫১/২ পারকাটা গ্রামের বুথে বুধবার সকাল থেকেই শাসকদলের লোকজন ঢুকতে শুরু করে। এদিন সকালে আউদা গ্রামের জনা পঁচিশেক যুবক তাদের সাইকেলে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে পারকাটা গ্রামের দিকে ঢোকার চেষ্টা করলে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাদের বাধা দেন। যদিও পরে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়। অভিযোগ, গ্রামে ঢুকে তারা ভোটগ্রহণকেন্দ্রের ২০০ মিটারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে। বুথ থেকে কিছুটা দূরে সোঁজ গ্রামের রাস্তায় শাসকদলের লোকজন সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দেওয়ায় ওই গ্রাম থেকে বিরোধী দলের কোনো ভোটার বুথে যেতে পারেননি। সকাল ৯টা নাগাদ সোঁজ গ্রামের কাছে দুটো বোমা ফাটায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সোমবার পঞ্চায়েত ভোটের দিন ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর আসনে ৪৬/১ বুঁইচা এবং ১৪ নম্বর আসনের ৫১/২ নম্বর বুথে সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন সকালে এই কেন্দ্রে তিনটি বোমা ফাটে। এর পরেই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন ভোটাররা। সে সময় শাসকদলের লোকজন বুথে ঢুকে ছাপ্পা দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কিছুক্ষণ পর বিরোধীরা বুথ চত্বরে জমায়েত হতে শুরু করলে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা পিছু হটে। সেই সুযোগে বিরোধীরাও ছাপ্পা মারে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সেখানে যান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত সাঁতরা ও ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও দেবজ্যোতি বড়াল। তাঁদের সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তারপরেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। অন্যদিকে সিঙ্গারি পারকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এদিন পুনর্নির্বাচন হয়। বুধবার সকালে পারকাটা গ্রামে বুথের বাইরে ছিল লম্বা লাইন। গোটা গ্রামেই শাসকদলের দাপট দেখা যায়। বুথের ভিতর শুধুমাত্র তৃণমূলের দুজন এজেন্টকে দেখা গিয়েছে। ওই আসনের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার দাস সোমবার থেকে গ্রামছাড়া। শুধু বিজেপি প্রার্থীরাই নন, তাঁদের সমর্থকদেরও দেখা মেলেনি। সুকুমার দাসের নিকট আত্মীয় বলেন, 'সোমবার রাত থেকে পুলিশ ও শাসকদলের ভয়ে বাড়িছাড়া সুকুমারবাবু। আমাদেরও নজরবন্দি করে রেখেছে পুলিশ ও শাসকদলের কর্মীরা। ফলে আমরা ভোট দিতে যাব না।' বুঁইচা গ্রামের বুথের বাগদিপাড়ার বাসিন্দারা বলেন, দুষ্কৃতীরা যেভাবে বোমাবাজি করল তাতে ভোট দিতে যাব কোন সাহসে? আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? এক বয়স্ক ভোটার বললেন, এমন ভোট আগে কখনও দেখিনি। যদিও এদিন সকাল থেকে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিথুন দে–র নজরদারিতে ভোটের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। এলাকার মানুষের বক্তব্য, প্রথম দিন এই নিরাপত্তা থাকলে পুনর্নির্বাচন করতে হত না। দুটি বুথের মধ্যে ৫১/২ নম্বরে ৫৬ শতাংশ এবং ৪৬/১ বুথে ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছে ,নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। গ্রামবাসীরা ভয় না পেয়ে সকলেই ভোট দিতে এসেছেন। তবে সুকুমারবাবুর বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব কোনো মন্তব্য করতে চায়নি। যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, এদিনও শাসকদলের সন্ত্রাসের আবহেই ভোট হয়েছে।

মল্লারপুরের পারকাটার একটি বুথে ভোট দিতে হাজির দুই বৃদ্ধা। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

১) মাংসভাত খেতে ব্যস্ত এক খুদে। ২) মহিলাদের হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ৩) ভাতারের ওড়গ্রামে নিরাপত্তাবাহিনীর রুটমার্চ। ছবিগুলি তুলেছেন – চিত্ত মাহাতো ও প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়।

কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আশঙ্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মে ঃ রাজ্যের রক্তাক্ত পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে হঠাৎ কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক কঠিন হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তা সংঘাতের রূপ না নিলেও অচিরেই তা হতে পারে বলে আশঙ্কা রাজ্য প্রশাসনের আমলা মহলে। পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পাঠানো রিপোর্ট নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কেন্দ্র। সরাসরি দিল্লির এই মনোভাবের কথা বার বার রাজ্যকে জানানো মোটেই তুষ্টির কারণ হতে পারে না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। আর এর পরেও এক রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্‌বেগ প্রকাশও কেন্দ্র–রাজ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুর হতে পারে না বলেই রাজ্য প্রশাসনের আমলাদের একাংশের নিশ্চিত বিশ্বাস। পঞ্চায়েত ভোটের হিংসাত্মক ঘটনা এবং ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির চাপানউতোরকে ছাপিয়ে এখন দিল্লির সাউথ ব্লকের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত সামনে উঠে আসছে। যা নিয়ে রীতিমতো উদ্‌বিগ্ন রাজ্য প্রশাসনের একাংশ। বিষয়টি নিয়ে বুধবার থেকেই রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরমহলে। যদিও এই ব্যাপারে সরাসরি মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ–ই। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং দিল্লি মুখ খুললেও এখনও এদিন দুপুর পর্যন্ত এই ব্যাপারে নবান্নে মুখ খোলেননি রাজ্য সরকারের কর্ণধার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণাটক নির্বাচন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেও পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও দিল্লির উদ্‌বেগ প্রকাশ নিয়ে পালটা কিছু বলেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতাই মুখ বন্ধ করেছে নবান্নে প্রশাসনের অন্দরমহলের। আড়ালে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কের অবনতি নিয়ে তাঁরা মুখ খুললেও প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আগে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে চাইছেন না তাঁরা। বরং নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলের একাংশের নিশ্চিত বিশ্বাস, পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং দিল্লির উদ্‌বেগ প্রকাশ 'চাপ–এর রাজনীতি' ছাড়া কিছু নয়। সুযোগ বুঝে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র পঞ্চায়েত ভোটের হিংসাকে ইশ্যু করে চাপ–এর রাজনীতির খেলা শুরু করেছেন। এই মুহূর্তে দেশে বিরোধী জোট গড়ার ব্যাপারে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণাটক ভোটের ফলপ্রকাশের পরও মুখ্যমন্ত্রী এই বিরোধী জোট গড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। রাজনৈতিক মহলেরও ধারণা, বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের এই জোট গড়ার উদ্যোগকে ধাক্কা দিতে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই ভোটের হিংসা নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন।

দম্পতির মৃত্যুর কারণ খুঁজতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে ঃ কাকদ্বীপে দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী উষারানি দাসের আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে। নবান্ন থেকে বলা হয়েছিল, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে তাঁদের মৃত্যু হয়। যদিও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বুধাখালির ওই বাড়িতে বিদ্যুতের লাইনের এমসিবি অন করা ছিল। শর্টসার্কিট হলে এমসিবি পুড়ে যাওয়ার কথা। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমসিবি পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা কোনো ছেঁড়া বা জুড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার পাননি। দম্পতির পোড়া দেহ পাওয়া গিয়েছে বাড়ির বারান্দায়। কিন্তু বারান্দার উপরের চাল পোড়েনি। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা জানান, রিপোর্ট পেতে সাতদিন সময় লাগবে।

মোদিকে চিঠি
কর্পোরেটদের অনুদান চান মমতা

কলকাতা, ১৬ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রীদের ত্রাণ তহবিলে কর্পোরেট হাউসগুলির অনুদান চেয়ে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করেন, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সিএসআর হিসেবে শিল্প সংস্থাগুলি যে টাকা খরচ করে তা এবার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলেও দেওয়া হোক। কারণ বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি দেয় তা খুব সামান্য। ফলে আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলকে।

মমতা জানিয়েছেন, ২০১৩ সালে কোম্পানি আইনে সিএসআরকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলের মধ্যে আনা হলেও, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলকে তার বাইরেই রেখে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, তাঁর প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার যদি মেনে নেয় তাহলে অনুদানকারী মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করা অর্থকে কর ছাড় হিসেবে দেখাতে পারবে। মোদিকে লেখা ওই চিঠিতে তৃণমূলনেত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলের মতোই পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল রয়েছে। আর্থিক সংকটের সময় বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য ওই ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থসাহায্য করা হয়।

ভোট নয়, ভাত পেয়ে খুশি তপশিলিপাড়া

ঝাড়গ্রাম, ১৬ মে ঃ সোমবারের ভোটের আতঙ্ক এখনও ভুলতে পারেনি শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের তরঙ্গখালি গ্রামের তপশিলিপাড়ার বাসিন্দারা। টানা দুদিন জোটেনি একমুঠো ভাত। বুধবার পুনর্নির্বাচনের দিনও তাঁদের চোখেমুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। চোখের জল মুছতে মুছতে বাসিন্দারা বলেন, সোমবার ১৪ মে ভোটের দিন সকাল থেকে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছিল। বিকেল ৪টে নাগাদ হঠাৎ বাইক বাহিনী এসে বোমাবাজি শুরু করে , সিপিএম প্রার্থী কল্যাণী দাসকে মারধর করে। ভোটাররা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে শুরু করে। চোখের জল মুছে রঞ্জিতা মল্লিক বলেন, 'আগে এরকম দেখিনি। একজন মহিলাকে এভাবে মারধর করতে দেখে এগিয়ে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়।' বিজয় মল্লিক, রঘু দাস, সন্ধ্যা দাসরা বলেন, 'সোমবার থেকে না খেয়ে আছি । ভয়ে অনেকেই বাড়িছাড়া ছিল।' এদিন শাসকদলের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর জন্য মাংস–ভাতের ব্যবস্থা আর মহিলাদের শাড়ি দেওয়া হয়। দুদিন পরে ভাত পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি অনেকেই। কাঁদতে কাঁদতেই মুখে ভাত তুলেছেন অনেকে। এ বিষয়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দিবাকর জানা বলেন, বিরোধীদের সন্ত্রাসে গ্রামবাসীরা গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁরা দুদিন খেতে পারেননি। তাই এদিন শাসকদলের পক্ষ থেকে রান্না করে তাঁদের খাওয়ানো হয় ও মহিলাদের শাড়ি দেওয়া হয়। যদিও সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য অমল কুইল্যা বলেন, তৃণমূল গ্রামবাসীদের অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে। সেদিন তারাই সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এখন জুতো মেরে গোরু দান করছে।

অন্যদিকে , নন্দীগ্রাম–২ ব্লকের খোদামবাড়ি অঞ্চলের গোপালপুর গ্রামের মান্না পরিবারের চোখের জল এখনও মোছেনি। ১৪ মে ভোট দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় সিপিএমের সমর্থক অপু মান্নার। বুধবার পুনর্নির্বাচনের দিন নন্দীগ্রাম–২ ব্লকের খোদামবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই গোপালপুর ৩৩ নম্বর বুথের পরিবেশ ছিল থমথমে। সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও বুথের সামনে ভোটারদের লাইন চোখে পড়েনি। অপুর বাবা মনোরঞ্জন মান্নার বক্তব্য, ছেলে কখনোই সক্রিয় রাজনীতি করত না । সেদিন ভোট দিতে গিয়ে যেভাবে দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে প্রাণ হারাল ছেলেটি তারপর আর ভোট দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তবে এদিন গণ্ডগোল রুখতে কড়া পুলিশ প্রহরা রাখা হয়েছিল বুথ কেন্দ্রে। এছাড়াও গ্রামে টহল দেয় সশস্ত্র পুলিশের একটি দল।

মুকুলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ

কলকাতা, ১৬ মে (সংবাদ) ঃ মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকেই একাধিক মিথ্যা মামলায় তাঁকে জড়ানো হচ্ছে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে করা এফআইআরগুলি খারিজ করার দাবিতে দায়ের করা মামলায় মুকুল রায়ের আইনজীবী পিএস পাটোয়ালি এই অভিযোগ করেন।

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর শ্যালক সৃজন রায় চাকরি দেওয়ার নাম করে বেশ কয়েকজন বেকার যুবক–যুবতির থেকে টাকা নিয়েছিলেন। এই অভিযোগে নাম জড়ায় মুকুল রায়েরও। বীজপুর থানায় ৯টি অভিযোগে মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। সেইসব এফআইআর থেকে নিজের নাম খারিজের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মুকুল রায়। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদের এজলাসে মুকুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁর আইনজীবী। তাঁর দাবি, ৯ জন অভিযোগকারী বলছেন ২০১২ সালে মুকুল রায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁদের প্রতারণা করা হয়েছে। তাঁরা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই ৬ বছরের মধ্যে ওই অভিযোগকারীরা কেন অভিযোগ করেননি? ওই টাকার উৎস কী এবং ওই অভিযোগের সপক্ষে কী নথি আছে তা খতিয়ে না দেখেই পুলিশ মুকুল রায়ের নামে এফআইআর করেছে? এ প্রসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। মুকুল রায়ের আইনজীবীর দাবি, একই দিনে, একইসঙ্গে, একই বয়ানের ভিত্তিতে দায়ের করা অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন? আর পুলিশই বা কেন অভিযোগকারীরা অতগুলো টাকা কোথা থেকে কীভাবে পেল তা জানতে চাইল না? এটা শুরু হয়েছে ২০১৭–র নভেম্বর মাসে মুকুল রায় তৃণমূল ছাড়ার পর থেকে। মামলাটির আবার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী শুক্রবার। সেইসঙ্গে বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদ জানিয়ে দেন, ওই মামলার শুনানিপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ মুকুল রায়কে গ্রেফতার করতে পারবে না।

শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ, ভিলেন আবহাওয়া

বাঁকুড়া, ১৬ মে ঃ বুধবার সকাল সাতটা থেকে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের পাঁচটি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়। তবে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতি। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টিতে ভোট কিছুটা ধীরগতিতে হলেও বুথগুলিতে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। এদিন রাইপুর ব্লকের চোরকোল, চাকা এবং লাগদা বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ হয়। এছাড়া রানি বাঁধের লদ্দা ও খাতড়ার সুপুরুষ বুথে পুনরায় ভোটগ্রহণ হয়। সোমবার বোমাবাজি, গোলাগুলি, তীর নিক্ষেপ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই সহ একাধিক অনিয়মের কারণে এই পাঁচটি বুথে ভোটগ্রহণ বাতিল হয়ে যায়। দুপুর দুটোর পর ফের সারা বাঁকুড়া জেলায় আছড়ে পড়ে কালবৈশাখীর ঝড়। সঙ্গে চলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গড় ভোট পড়েছে ৭৫ শতাংশ।

পুরুলিয়া ঃ শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল পুরুলিয়ার পাঁচটি জায়গার সাতটি বুথের পুনর্নির্বাচন। এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। তবে নিতুড়িয়ার গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে চিত্র সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ছবি তুলতে গেলে পুলিশ সাংবাদিকদের বাধা দিলে তাঁদের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশকর্মীদের। পরে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যে বুথগুলিতে এদিন ভোট নেওয়া হয় সেগুলি হল বাঘমুণ্ডির ৮৭ নম্বর বুথ, রঘুনাথপুর–২ ব্লকের ৭৬ নম্বর বুথ, নিতুড়িয়ার ৬৬ নম্বর এবং তার সহযোগী ৬৬ এ নম্বর বুথ এবং পাড়ার ৭১ নম্বর বুথ ছাড়াও ৬৬ নম্বর এবং তার সহযোগী ৬৬ এ নম্বর বুথ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬০.৪৬ শতাংশ।

ঝাড়গ্রাম ঃ ১৪ মে সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৪টি বুথে ভোট বাতিল হয়ে যায়। কোথাও ছাপ্পা ভোট, কোথাও ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শাসক–বিরোধী সংঘর্ষে বেশ কয়েক জায়গায় উত্তেজনা ছড়ায়। নন্দীগ্রামে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়। ভোট বাতিলের জেরে বুধবার ১৬ মে ১০টি ব্লকের ২৪টি বুথে পুনরায় নির্বাচন হল। অধিকাংশ জায়গায় এদিন সকাল থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন ছিল। এদিন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোট হল শান্তিপূর্ণভাবে। তবে কয়েকটি বুথে ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তবে বুথগুলি থেকে গণ্ডগোলের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ভোটকেন্দ্রের বাইরে এদিন কড়া পুলিশি প্রহরা ছিল।

রাজ্যে গণতন্ত্রের সমাধি হয়েছে, সরব সোমনাথ

কলকাতা, ১৬ মে ঃ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়েও রাজ্যে গণতন্ত্রের দাবিতে সরব হলেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগের দিন 'সেভ ডেমোক্র্যাসি'র মঞ্চ থেকে তিনি বললেন, গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে এ রাজ্যে। পরিকল্পিতভাবে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে নির্বাচনকে। অন্যায় অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, খোদ প্রধানমন্ত্রীকেও উদ্‌বেগ প্রকাশ করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি ভুলে গিয়েছে, নির্বাচন মতাদর্শের যুদ্ধ, অস্ত্রের নয়। এই পরিস্থিতি পালটাতে জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের অধিকার পুনরুদ্ধারের। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে। দুর্বৃত্তায়নকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

এ দিনের সভায় রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কৌশিক সেন, মন্দাক্রান্তা সেন, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। রুদ্রপ্রসাদ বলেন, রাজনীতি সবাই করবে কিন্তু সৌজন্য বজায় রেখে। কাদা ছোড়াছুড়ি করে কাজের কাজ হবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নিরবতায় আমি বেশি উদ্‌বিগ্ন।

অভিনেতা কৌশিক সেন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনি হিংসা ও সন্ত্রাসের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। আপসহীনভাবে তার বিরোধিতা করে যেতে হবে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের। সন্ত্রাস নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন কৌশিক সেন। তিনি বলেন, রাজ্যে সন্ত্রাস হচ্ছে, এটা ঠিক। কিন্তু আরও ভয়াবহ ব্যাপার হল যে, এর বিরোধিতা করছেন নরেন্দ্র মোদি। মন্দাক্রান্তা সেন বলেন, 'একটা ভোট দেখলাম, যেখানে গণতন্ত্রকে গণহত্যা করা হল। যেটা কাম্য ছিল না। এটা প্রহসনের থেকেও বেশি। এটা দুঃস্বপ্নের মতো। শাসকদল উন্নয়নের বড়াই করেছে।

সেভ ডেমোক্র্যাসির তরফে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ২০১১–য় যে সরকার এসেছিল, তার কাছে প্রত্যাশা ছিল তারা ন্যূনতম গণতন্ত্র রক্ষা করবে। সেটা তো হলই না, বরং ঘটল উলটোটাই। সর্বস্তরের মানুষ যার যার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস সমেত ঐক্যবদ্ধ হোন, যাতে সব মানুষ নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন নির্ভয়ে। এটাই চাই। এটাই আশা সেভ ডেমোক্র্যাসির।

রেক পরীক্ষার জন্য জাপান যাচ্ছে মেট্রোর বিশেষজ্ঞ দল

কলকাতা, ১৬ মে ঃ শহরে যাত্রাপথের সম্প্রসারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেকের সংখ্যা বাড়াতে চাইছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। নতুন রেক তৈরির জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে চিনের সিআরআরসি দালিয়ানকে। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, রেক তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। চিনে নির্মিত রেকগুলির বিদ্যুদয়নের কাজ হবে জাপানে। সেখানেই রেকগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে দেখা হবে। গোটা বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য আগামী মাসে জাপান যাচ্ছে মেট্রোর বিশেষজ্ঞ দল। মেট্রো রেলের সিপিআরও ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'জুলাই মাসের মধ্যেই রেকগুলি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। যেহেতু সেগুলিকে বহু দূর থেকে কলকাতায় আনা হবে তাই সবদিক খতিয়ে দেখে সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিদেশেই রেকগুলির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা হবে।' তিনি জানান, 'কলকাতায় রেকগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোয়াপাড়া ও কবি সুভাষ স্টেশনে পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে জাপানের বিশেষজ্ঞরা এসে দুই জায়গার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন।' বর্তমানে কলকাতা মেট্রোর হাতে থাকা রেকের সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এছাড়া মাস ছয়েক আগে আইসিএফের তৈরি দুটি রেক চেন্নাই থেকে কলকাতায় এসেছে। তবে সেগুলির ট্রায়াল রান এখনও শেষ হয়নি। মেট্রোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আপাতত দৈনিক ৩০০টি করে মেট্রো পরিসেবা চালু রাখতে ২০টি রেকের প্রয়োজন। ২০১৯ সাল থেকে একাধিক নতুন রুটে যাতায়াত শুরু করবে মেট্রো। চাহিদা মেটাতে চিন থেকে মোট ১৪টি রেক আনানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ে পুলিশ ক্যাম্প, বাতিল পরীক্ষা

দুবরাজপুর, ১৬ মে ঃ ভোট হয়ে গেলেও বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ক্যাম্প করে রয়েছেন পুলিশকর্মীরা। ফলে জায়গার অভাবে বীরভূমে রাজনগর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির পরীক্ষা (ইউনিট টেস্ট) বন্ধ করে দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা দিতে না পেরে ক্ষোভে ফুঁসছে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা। তাঁদের প্রশ্ন ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কেন ক্লাসরুম দখল করে পুলিশকর্মীদের রাখা হয়েছে। পরীক্ষা আছে জেনেও কেন এই উদাসীনতা? রাজনগর উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সরোজকুমার ভট্টাচার্য বলেন, পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষ্যে দুদিনের জন্য স্কুলের ৬টি শ্রেণিকক্ষ নিয়েছিল পুলিশ । মঙ্গলবার সেগুলি ছেড়ে দেওয়ার কথা। সেইমতো বুধবার নবম–দশম শ্রেণির পরীক্ষা হবে বলে রুটিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্রীষ্মের ছুটির পর ১২ জুন থেকে ওই পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে ছয়টি ক্লাসরুমে পুলিশ আছে। ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গার অভাব হবে । সেজন্যই এদিন পরীক্ষা বাতিল করতে হল। রাজনগর ব্লকের পঞ্চায়েত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তথা রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র জানান, ঘটনাটি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ছয়টি বুথে উপনির্বাচন থাকায় পুলিশকর্মীদের ছাড়া হয়নি । তাতেই বিপত্তি ঘটেছে। বীরভূম জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

দ্বিতীয় কে, উত্তেজনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মে ঃ মনোনয়নপত্র পেশ থেকে শুরু করে শাসকদলের সঙ্গে লড়েছেন তাঁরা। ৩৪ শতাংশ আসনে ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী শাসকদলের প্রতিনিধিরা। বাকি আসনগুলিতে এবার কারা জিতবে তা নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বিরোধী মহলে। সিপিএম ও কংগ্রেসের তুলনায় তাঁরা ভালো ফল করবেন বলে বিজেপি নেতাদের দাবি। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের দাবি, ফল ভালো হবে। নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ হলে আরও ভালো ফল করতেন তাঁরা। বহুদিন ধরেই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসতে চেষ্টা চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা তাদের। নির্বাচনে অন্য বিরোধীদের তুলনায় তারা প্রার্থীও বেশি দিতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচন, পুনর্নির্বাচনের দিন শাসকদলের গা জোয়ারি অনিয়মের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় রুখেও দাঁড়িয়েছে তারা। অন্যদিকে সিপিএমের আশা, ঠিকমতো ভোট হলে বেশ ভালো আসন পেত তারাও। কিন্তু শাসকদলের বাধায় মনোনয়নপত্র পেশ থেকে শুরু করে নির্বাচনেও তুমুল আক্রান্ত, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের প্রার্থী, কর্মী, সমর্থকরা। সবথেকে করুণ অবস্থা কংগ্রেসের। বেশিরভাগ আসনেই প্রার্থী দিতে পারেনি তারা। দক্ষিণের কর্ণাটকে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও সরকার গঠন অধরা হয়েছে বিজেপির। যদিও টাকা দিয়ে বিধায়ক কেনার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। এই ফলের পর আরও চাঙ্গা হয়েছে গেরুয়া শিবির। এবার পশ্চিমবঙ্গের উপর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ নজর দেবে বলে খবর।

শিশুর মাথা ফাটাল প্রশিক্ষক

কলকাতা, ১৬ মে (সংবাদ) ঃ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটি স্পিচ থেরাপি সেন্টারে দু–বছর চার মাস বয়সি একটি শিশুকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় শিশুর বাবা–মায়ের অভিযোগ ও সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই সেন্টারটির বিশেষ প্রশিক্ষক চৈতালি মুখোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, গত সোমবার অদ্রিক দাস নামে ওই শিশুটিকে তার বাবা–মা স্পিচ থেরাপি সেন্টারটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। অভিযোগ, শিশুটিকে দেখার পর ওই মহিলা তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর অদ্রিককে মাথায় গুরুতর আঘাত করে তাদের হাতে তুলে দেন। ওই ঘটনায় শিশুটির বাবা চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন চৈতালিকে গ্রেফতার করেছে।

নিজের বাড়িতেই রক্তদান শিবির করলেন হাসপাতাল সুপার

বর্ধমান, ১৬ মে ঃ ভোট উৎসবে মাতোয়ারা গোটা রাজ্য। ফলে শিকেয় উঠেছে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এদিকে, গরম পড়তেই রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে। রক্ত সংকট কাটাতে বুধবার নিজের বাড়িতেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন কালনা মহকুমা হাসপাতালে সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই। এই শিবিরে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন কালনার প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে হাসপাতাল কর্মী ও এলাকার সমাজসেবী মানুষজন। শিবিরে ৪১ জন রক্তদান করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে এতকাল রক্তের জোগান দিয়ে আসা কালনা মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকট দেখা দেবার খবর মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে। এরপর অনেকেই রক্তদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সুপারের কাছে। রোগীদের কথা ভেবে এদিন সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই নিজের বাড়িতেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।

সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানান , প্রতিবেশী জেলা থেকেও রোগীরা কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। প্রতিদিন ২০–২৫ প্যাকেট রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। নানা মহল থেকে সহযোগিতার আশ্বাস মেলার পর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তিনি কালনার মধুবনে নিজের বাড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। ৪১ জনের দান করা রক্তে কিছুটা হলেও সংকটজনক পরিস্থিতি কাটানো যাবে বলে সুপার জানান। হাসপাতালে রক্ত ঘাটতি মেটাতে ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই আগামীদিনেও সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রক্ত দিয়ে এক ব্যক্তি জানান, সংকট মেটাতে এমন ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার। তিনিও এতে শামিল হতে পেরে খুশি বলে জানান।